দৈনিক সংবাদ ৩
তারিখ ...5 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭

গাছবাড়িয়া সরকারী কলেজে লেখাপড়া বিঘ্নিত

পটিয়া, ৪ঠা জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— গাছবাড়িয়া সরকারী কলেজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। প্রতি বছর কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলেও সমস্যা সমাধানের কোন উদ্যোগই না নেয়ায় লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

চন্দনাইশ উপজেলা সদরের প্রবেশ মুখে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পাশে এ কলেজটি স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের প্রচেষ্টায় ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিগত '৮০সালে তা সরকারীকরণ করা হয়। নামেমাত্র কলেজটি সরকারীকরণ করা হলেও এখানে সামান্যতম উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। গাছবাড়িয়া হাই স্কুলের পরিত্যক্ত দেড়শ বছরের পুরোনো একটি কলেজে এটি বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এখনও সেখানেই চলছে। এ ভবনে পর্যাপ্ত ক্লাস রুম নেই বলে ঠাসাঠাসি করে ক্লাস চালাতে হয়। চুন-সুড়কির গাঁথুনিতে নির্মিত জরাজীর্ণ এ ভবনের সর্বত্র ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে, পলেস্তেরা খসে পড়ছে, ফাটল ধরেছে অসংখ্য স্থানে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন কমন রুমের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষকরাও অবসরে বসার জায়গা খুঁজে পান না। শিক্ষকনিবাস বা ছাত্রনিবাস নেই। অধ্যক্ষ সপরিবারে থাকছেন বিজ্ঞান ল্যাবরেটরী নামে দু কামরার একটি ঘরে। অন্যান্য শিক্ষকের প্রায় সবাই বাসস্থানের অভাবে ৩০ মাইল দূরের চট্টগ্রাম শহরে অবস্থান করেন। ফলে সময়মত এসে অনেকেরই ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না। সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকের মোট ৪২টি পদের মধ্যে আছেন মাত্র ২৭ জন। তারাও সময়মত এসে পৌছান না বলে অধিকাংশ সময় বিভিন্ন বিষয়ের কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় না।

কলেজের অধ্যক্ষ জানান, বর্তমানে যে ভবনটিতে কলেজ চলছে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। স্থানীয় প্রকৌশল বিভাগ এটিকে অনেক আগেই ব্যবহারের অনুপযোগী বলে ঘোষণা করেছে। নতুন কলেজ ভবন নির্মাণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ গত জুন '৮৭ মাসে ৪৬ লাখ ৬৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে। কিন্তু ছ'মাস পরও সে বরাদ্দের টাকা দেয়া হয়নি। কবে নাগাদ তা মিলবে তাও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অনিশ্চিত।